



শারদীয়া ১৪৩৩
প্রথম বর্ষ • প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক
ড. অরুজিৎ মান্না

কার্যকরী সম্পাদক ও প্রকাশক
ড. অমিত অধিকারী

সহ সম্পাদক
পিউ মন্ডল
সুরজিৎ প্রামাণিক



জননী
শারদীয়া ১৪৩৩
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ISSN:

সম্পাদক
ড. অরজিৎ মান্না

কার্যকরী সম্পাদক ও প্রকাশক
ড. অমিত অধিকারী

সহ সম্পাদক
পিউ মন্ডল
সুরজিৎ প্রামাণিক

মূল্য: ₹ 300/-

প্রকাশক:
অমিত্রাক্ষর® পাবলিশার্স



কলকাতা – ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

প্রচ্ছদ শিল্পী: ড. অরজিৎ মান্না
অলংকরণ ও পৃষ্ঠা-সজ্জা: অমিত্রাক্ষর পাবলিশার্স ও কর্মীবৃন্দ
প্রফ রিডিং: পিউ মন্ডল, সুরজিৎ প্রামাণিক, দেবস্মিতা কুডু
মুদ্রণ সংক্রান্ত তথ্য
Amitrakshar Publishers & M. Enterprises

প্রথম প্রকাশ:

শারদীয়া ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ / ২০২৬

সংস্করণ:

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

প্রকাশের ধরন:

জননী

সাহিত্য • সংস্কৃতি • চিন্তা • সৃজন (শারদীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বাংলা পত্রিকা)

ভাষা: বাংলা

প্রকাশনার স্থান:

1/199 যোধপুর পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ওয়েবসাইট:

www.amitrakshar.co.in

মোবাইল: 9735768900 / হোয়াটস্যাপ: 9735768900

ই-মেইল:

amitraksharpublisherskolkata@gmail.com | amitraksharpublishers@gmail.com

কপিরাইট

Copyright© 2026 by the Editors, Publishers and respective Authors

The statement “Copyright© by Author” (The author retains the copyright to the published articles and other creative works.)

এই পত্রিকার সমস্ত লেখা, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ, চিত্র ও অন্যান্য সৃজনশীল উপাদানের স্বত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/শিল্পী অথবা প্রকাশকের। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ, পুনঃপ্রকাশ, অনুবাদ, সংরক্ষণ বা কোনো মাধ্যমে পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো লেখা বা মতামতের দায় সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট লেখকের। লেখকের মতামতের সঙ্গে প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলীর মতামত সর্বদা এক নাও হতে পারে।

✽ সম্পাদক-এর কলমে ✽

“নিদারুণ দুঃখ রাতে

মৃত্যু ঘাতে

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা

তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?”

প্রবল অস্থির সময়েও আমরা আশার আলোয় বুক বাঁধি। প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করেই যে শিল্প-সাহিত্যের জন্ম এই সত্যকে বারে বারে প্রতিষ্ঠিত করে যাওয়াই যথার্থ ‘মানুষের ধর্ম’। অবক্ষয়িত সমাজের ঘুণ ধরা মনে বিবেক ও বোধের জাগরণ ঘটানোই যথার্থ সাহিত্যের কাজ। সেই ভাবনা থেকেই জননী জন্মভূমির মানুষের চেতনাকে এই প্রযুক্তি নির্ভর বিচ্ছিন্নতাবাদী সমাজ থেকে সজ্জবদ্ধ ও পরিশীলিত করতেই আমাদের এই ‘জননী’ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এই পৃথিবী মায়ের সন্তান আমরা, তারই বন্দনা গাই দেশে দেশে। মাতৃ শক্তি আরাধনার পীঠস্থান হল এই বাংলার পূণ্যভূমি। সেই মাতৃ আরাধনার পূণ্য লগ্নে প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা ‘জননী’।

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে পূজা সংখ্যাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকাকে অবলম্বন করে উঠে আসেন বহু নতুন লেখক, আবার সুপরিচিত লেখকদেরও আমরা নতুন ভাবে খুঁজে পাই। প্রতিটি পত্রিকার নিজস্ব ধরন রয়েছে, রয়েছে নিজস্ব বক্তব্য। আমাদের পত্রিকা জননী এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করল। পত্রিকাটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সম্পাদনার সুযোগ পেয়েছি সেই কারণে হয়তো যতটা প্রত্যাশা করে কাজে নেমেছিলাম ততখানি পূর্ণ করতে পেরেছি বলতে পারিনা। আমাদের এই প্রথম সংখ্যার আল্পানে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে লেখকদের কাছ থেকে। অসংখ্য লেখার মধ্য থেকে আমাদের বিশেষজ্ঞ ও সম্পাদক মন্ডলী দ্বারা বাছাই পর্ব শেষ করে চূড়ান্ত সূচিপত্র তৈরি করা হয়েছে। এই সংখ্যায় আমরা বাণিজ্যিক পত্রিকা ও লিটল ম্যাগাজিনের ধর্মকে মিলিয়ে সমন্বয়যোগী একটি সংখ্যা করতে চেয়েছি। যেখানে রয়েছে কবিতা, ছোটগল্প, অণুগল্প, অনুবাদ কবিতা ও গল্প, বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ, সাম্প্রতিক মঞ্চস্থ নাটকের সমালোচনা, উপন্যাস, গোয়েন্দা উপন্যাস এবং শিল্পীদের চিত্র ও ভাস্কর্য এই বিবিধ বিষয় নিয়ে সেজে উঠেছে জননী পত্রিকার এই শারদীয় সংখ্যা।

পত্রিকাটি প্রকাশের পেছনে অমিত্রাক্ষর পাবলিশার্সের কর্ণধার ডঃ অমিত অধিকারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও উৎসাহ সত্যি আমাদের মত সাহিত্যচর্চাকারী কে বিস্মিত করেছে। লেখা সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া, লেখা সংগ্রহ লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ মুদ্রণের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ তিনি নিয়েছেন; তাঁর এই সাহিত্য প্রীতিকে সাধুবাদ জানাই। পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়েছেন আমার শিক্ষক ও খ্যাতিমান সম্পাদক কবি সূর্যনন্দী মহাশয়। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন হতো না। পত্রিকার জন্ম লগ্ন থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে উৎসাহ দান করে গেছেন অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান, অধ্যক্ষ ড. অমৃতা দত্ত রায় কবি ও গল্পকার রতনতনু ঘাটি, সম্ভ্রুত জানা, বিশ্বেন্দু বিকাশ দাস ও বরুণ মাইতি মহাশয়ের মতো বিদগ্ধ মানুষ। বন্ধুদের উৎসাহ সহযোগিতা ও ছিল চোখে পড়ার মতো। পত্রিকার সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন বন্ধু আতিফ আব্দুল্লাহ ও মোহাম্মদ সাহজাহান প্রমুখ। পত্রিকার বেশ কয়েকটি বিভাগের নির্বাচকের ভূমিকা নিষ্ঠা ভরে পালন করেছেন আমার বন্ধু এবং এই পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক কবি সুরজিৎ প্রামাণিক তার প্রতি রইল অশেষ ভালোবাসা। আমাদের পত্রিকার শিল্প বিভাগে নিজেদের চিত্র ও সৃজনশীল শিল্পকর্ম দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন আমার প্রিয় শিল্পী বন্ধুরা, তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আত্মপ্রকাশ সংখ্যায় হয়তো অনেক ভুল ত্রুটি থেকে গেল, সুধী সমালোচক ও সাহিত্যিকদের কাছে গঠনমূলক পরামর্শের আবেদন জানাই। আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টায় আপনাদের সবার অবদান আগামীতে এই পত্রিকাকে আরো সমৃদ্ধ করবে এই আশা রাখি।

শুভেচ্ছান্তে

অরিজিৎ মান্না

সম্পাদক, ‘জননী’ পত্রিকা

শারদ সংখ্যা ১৪৩৩

স্থান: মেদিনীপুর

তারিখ: ২রা অক্টোবর, ২০২৬

✽ সহ সম্পাদক-এর কলমে ✽

'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' একদিন যা অবচেতন মনে ঊঁকি দিয়েছিল তাই আজ শারদপ্রাতে আলোর ঝর্ণা হয়ে ভুমিষ্ঠ হয়েছে (জননীর দ্বারা)। শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলার মতো মুক্ত হাওয়ায় যে কথা বলা সহজ ; প্রকৃতি ও মানুষ, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সবই উপস্থাপিত হয়েছে এই আনন্দ ঋতুতে। কবিতা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক চিত্রের বৈচিত্র্য সমাহারে অলংকৃত হয়েছে 'জননী'। বর্তমান সময় ও প্রযুক্তির ভয়াবহ গ্রাস মানুষের জীবন, চেতনাকে একপ্রকার পাল্টে রেখে দিয়েছে। মানুষের বোধে বাঁসা বেঁধেছে নানান সংকীর্ণতা, বিভাজন, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি যার প্রতিকার অর্থাৎ যার বিপরীতে সহাবস্থান করতে একমাত্র সাহিত্যই সহায়তা করতে পারে। সাহিত্যচর্চায় একমাত্র মানবিক মূল্যবোধের পুনঃনির্মাণ করতে পারে। সাহিত্যই আমাদের পরিবর্তিত সময়কে বুঝতে, মন মেজাজকে বুঝতে সাহায্য করে। সেই প্রয়াসেই জননীতে ঠাঁই নিয়েছি একপ্রকার।

'জননী'র এই প্রথম পথচলা। এই পথচলা একার নয়, লেখক, পাঠক শুভানুধ্যায়ী এবং সকল সাহিত্যপ্রেমীর সম্মিলিত ভালোবাসায় যা এই 'জননী'র মহাশক্তি রূপে বিবেচিত হবে। এই শারদীয় সংখ্যায় আমরা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন স্বাদের লেখা একত্রিত করতে। প্রতিষ্ঠিত লেখকের পাশাপাশি নবীন লেখক লেখিকার সৃষ্টিকেও আহ্বান জানিয়েছি। নতুন চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার এক অনন্য প্লাটফর্ম হিসেবে জননীকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছি।

এই শারদীয় সংখ্যা এই সুগন্ধি ঋতুতে আপনাদের হাতে তুলে দেওয়ার মুহূর্তে আমাদের মনে কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি ভবিষ্যতের প্রতি গভীর প্রত্যাশা জাগাবে। জননী সমাদৃত হয়ে উঠুক আপনাদেরই শুভেচ্ছায়। শরতের শুভ্রতা সকল শুভানুধ্যায়ীর মনকে জারিত করুক। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার মধ্যে উৎসব আনন্দ মুখরিত হয়ে উঠুক সবকিছু। মাতৃসাধনা ও সাহিত্যসাধনা মানুষের হৃদয় লোককে আলোকিত করুক এই প্রার্থনা জানাই।

পিউ মণ্ডল

সুরজিৎ প্রামাণিক

সহ সম্পাদক

স্থান: মেদিনীপুর

তারিখ: ২রা অক্টোবর, ২০২৬

✽ কার্যকরী সম্পাদক ও প্রকাশকের কলমে ✽

জননী

শারদীয়া ১৪৩৩

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

শরতের শুভ্র আকাশ, কাশফুলের দোলা, শিউলির স্নিগ্ধ সুবাস আর উৎসবের আবাহনে যখন বাংলার প্রকৃতি নতুন রূপে সেজে ওঠে, তখন বাঙালির হৃদয়ও আনন্দ, আবেগ ও সৃষ্টির উন্মাদনায় জেগে ওঠে। এই শুভক্ষণেই সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সৃষ্টিশীলতার প্রতি ভালোবাসা থেকে ‘জননী’-র আত্মপ্রকাশ। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা নিয়ে এই পথচলা আমাদের কাছে যেমন আনন্দের, তেমনই গভীর আবেগ, দায়বদ্ধতা ও প্রত্যয়ের।

‘জননী’ নামে একটি পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার আত্মপ্রকাশের শুভক্ষণ হিসেবে শরৎকালকে বেছে নেওয়ার পিছনে রয়েছে এক গভীর তাৎপর্য। শরৎকালই বিশ্বজননীর আগমনের কাল; জননীর বন্দনা ও আরাধনার এক পবিত্র সময়। তাই এই শুভ ঋতুকেই ‘জননী’-র আত্মপ্রকাশের জন্য নির্বাচন করা আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। মাতৃভূমির প্রতি গভীর আবেগ ও ভালোবাসায় তাঁর কলমে সৃষ্টি হয়েছিল ‘বন্দেমাতরম’—যে উচ্চারণে বিশ্ববাসী অনুভব করেছিল মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আত্মনিবেদনের এক অনন্য আবেগ। ‘জননী’ তাই আমাদের কাছে কেবল একটি অর্থবহ শব্দ নয়; এটি মা, মাতৃভূমি, মানবতা এবং দেশ ও সমাজের প্রতি এক গভীর, নিঃশর্ত ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার প্রতীক।

এই প্রথম সংখ্যায় নবীন ও প্রবীণ লেখকদের সৃষ্টিশীলতার এক বৈচিত্র্যময় সমাহার পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কবিতা, প্রবন্ধ, নাট্যসমালোচনা, উপন্যাস, ছোটগল্প, অনুগল্প, গোয়েন্দা উপন্যাস, অনূদিত কবিতা, অনূদিত গল্প, চিত্র ও শিল্পকর্মসহ নানা স্বাদের সাহিত্য ও সৃজনশীল রচনা এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা, অভিজ্ঞতা ও প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে এই রচনাগুলি পাঠককে কখনও ভাবাবে, কখনও আনন্দ দেবে, কখনও বা নিয়ে যাবে স্মৃতি ও কল্পনার এক অন্য জগতে। তবে ‘জননী’-র এই পথচলার সঙ্গে আমার কাছে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতি।

গভীর শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার জননী ড. অমৃতা দত্ত রায়কে। তাঁর স্নেহ, আশীর্বাদ, প্রেরণা ও শুভকামনা আমার জীবনের প্রতিটি সৃষ্টিশীল প্রয়াসের নেপথ্যে এক নীরব শক্তি হয়ে রয়েছে। প্রকাশনা-জগতের সঙ্গে আমার যে পথচলা, যে স্বপ্ন এবং যে সৃষ্টির প্রয়াস—তার অন্তরালে রয়েছে তাঁর আশীর্বাদের স্পর্শ। তাই ‘জননী’ নামটি আমার কাছে কেবল একটি পত্রিকার নাম নয়; এটি আমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার এক আন্তরিক নিবেদন।

একটি পত্রিকার জন্ম কখনওই একার প্রয়াসে সম্ভব নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন লেখক, কবি, শিল্পী, সম্পাদক, শুভানুধ্যায়ী এবং সর্বোপরি পাঠক। তাই ‘জননী’-র প্রথম সংখ্যাকে যাঁরা তাঁদের মূল্যবান লেখা, চিন্তা, সৃজনশীলতা ও ভালোবাসা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাঁদের সহযোগিতা আমাদের এই প্রথম পদক্ষেপকে অর্থবহ করে তুলেছে।

আমাদের বিশ্বাস, একটি সাহিত্যপত্র কেবল লেখা প্রকাশের মাধ্যম নয়; এটি সময়কে ধারণ করে, মানুষের অনুভূতিকে সংরক্ষণ করে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে একটি সময়ের চিন্তা, চেতনা ও সৃষ্টির সাক্ষ্য রেখে যায়। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই ‘জননী’-র এই পথচলা। ভুল-ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার উর্ধ্বে উঠে নয়, বরং সেগুলিকে স্বীকার করেই আমরা পাঠকের ভালোবাসা, পরামর্শ ও সমালোচনাকে সঙ্গে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে চাই।

ভবিষ্যতের প্রতিটি সংখ্যায় আরও নতুন ভাবনা, নতুন কণ্ঠ এবং নতুন সৃষ্টির সঙ্গে পাঠকের কাছে ফিরে আসার প্রত্যাশা রইল। আপনাদের ভালোবাসা, সহযোগিতা, পরামর্শ ও শুভকামনাই হবে ‘জননী’-র আগামী দিনের পথচলার প্রধান প্রেরণা।

‘জননী’ হয়ে উঠুক হৃদয়ের কথা বলার এক আপন ঠিকানা; সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও সৃষ্টিশীলতার এক আন্তরিক মিলনভূমি—এই আমাদের স্বপ্ন, এই আমাদের প্রত্যাশা।

শারদীয়ার এই শুভ ও আনন্দময় লগ্নে সকল পাঠক, লেখক, কবি, শিল্পী, শুভানুধ্যায়ী ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের প্রতি রইল আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শারদ শুভেচ্ছা।

শুভ শারদীয়া।



ড. অমিতা অধিকারী
কার্যকরী সম্পাদক ও প্রকাশক

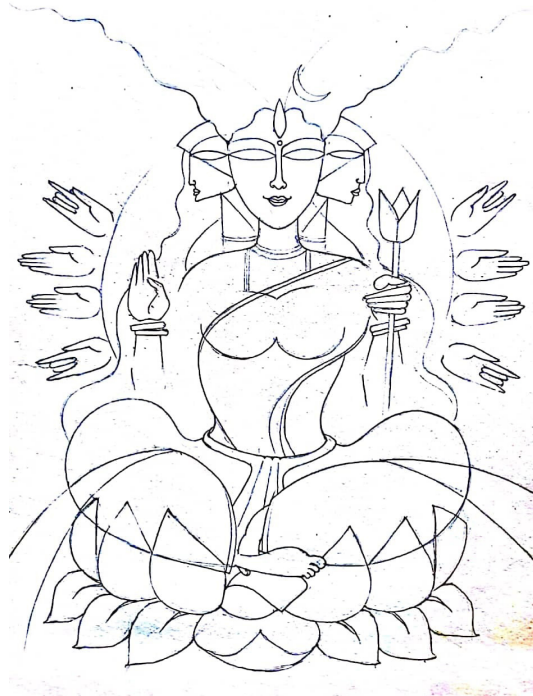
স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২রা অক্টোবর, ২০২৬

✽ উপদেষ্টা মন্ডলী ✽

ড. প্রশান্ত কুমার মহলা
ড. লায়েক আলি খান
ড. বাণীরঞ্জন দে
ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়
ড. পার্থ কৰ্মকার
মৌমিতা মন্ডল
অধ্যক্ষ ড. অমৃতা দত্ত রায়
ড. শ্যামল রায়
ড. মিতা হাওলাদার
সন্তোষ অধিকারী
সূর্যনন্দী
রতনতনু ঘাটি
ড. নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য
ড. মৃণাল মুখোপাধ্যায়
ড. চন্দন অধিকারী
ড. অংশুমান শীট
ড. রাজীব সিন্হা
ড. শিলাদিত্য সৎপাথি
ড. বাসুদেব দাস
গোপাল অধিকারী

ড. পরিমল সরকার
ড. প্রদীপ দাস
ড. সেখ সাকিবর হোসেন
ড. চন্দন মন্ডল
ড. বৈশালী গুহ
সনৎ পান
ড. সাধন চন্দ্র পণ্ডিত
বিশ্বেন্দু বিকাশ দাস
আতিফ আব্দুল্লাহ
মোহম্মদ সাহজাহান
বরণ মাইতি
অরুণ কুমার পাল
ড. কেশব মল্লিক
ড. সঞ্জিত সরকার
ড. স্বরূপ দে
ড. অর্জুন দাস
চন্দনা সেনগুপ্ত
ড. কৌশিক কুমার মাঝি
ড. মৌমিতা সেনগুপ্ত



জেননা

শা র দী য়া ১৪৩৩
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সূচি পত্র

ক বি তা

১-১০

ড. উদয়ন ভট্টাচার্য * সূর্য নন্দী * বিকাশ দাস
মোহাম্মদ ফারহান * মনিদীপা বিশ্বাস কীর্তনীয়া
শক্তি পুরোকাইত * সুব্রত দেবনাথ
সবুজ জানা * শ্রীনিবাস অধিকারী * শিশির আজম
রথীনপার্থ মন্ডল * প্রিয়ব্রত ঘোষ * শীর্ষা মন্ডল
শশীভূষণ পাত্র * শুভ্রজিৎ ঘোষ * সুদীপ্ত বিশ্বাস
পুনম বোস * রূপক চট্টোপাধ্যায় * দেবজ্যোতি মিত্র
গৌতম ঘোষ-দস্তিদার * বরুণ মাইতি * শক্তিপ্রসাদ ঘোষ
তীর্থঙ্কর সুমিত * বিকাশ ভট্টাচার্য * সুরজিৎ প্রামাণিক
আকাশ মন্ডল * পলাশ পাল * দুরন্ত বিজলী
মমি বৈতালিক * তুষার ভট্টাচার্য * আনন্দ কুমার মাইতি
উজ্জ্বল দত্ত * আব্দুস সালাম * আশরাফুল মন্ডল
মানস চক্রবর্তী * রানী অধিকারী

প্র বন্ধ ও চ্ছ

১১-৩৯

মিঠুন মুখার্জি— বন্দেমাতরম্: স্বদেশ প্রেমের বেদ মন্ত্র
অভিষেক মুসিব— রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদ
সৃজন দে সরকার— ছায়া লোকের সম্বন্ধে: বাংলা চলচ্চিত্র চর্চার বিবর্তন (১৮৯৬- ১৯৪৭)
সন্তোষ অধিকারী— স্টপার মেসি: এক অপরাজেয় শিল্পী
তোফিকুল ইসলাম চৌধুরী— জ্যা পত্রিক মোদিয়ানো এবং তার স্মৃতির সরনি
তন্ময় ধর— ধ্বংসস্তম্ভের উপর ফুল: পূর্ব ইউরোপের সাম্প্রতিকতম কবিতা
দেবযানী বসু— বাংলার ব্যাঘ্রবাহনা দুর্গা
অনন্ত পৃথ্বীরাজ— কবিতা ও সংগীতে শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম
মনিরুজ্জামান— আধুনিক আরবি ছোট গল্পের গতি-প্রকৃতি

না ট্য স মা লো চ না

৪০-৪১

অর্কপল দত্ত— দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা ও বাংলা থিয়েটার: প্রসঙ্গ 'লাহোর ১৯৪৭'

উ প ন্যা স

৪২-৬০

সায়ন সামন্ত— ধাধরা
শুভশ্রী ঘোষ— কে. মি মাইকেল



ছোটো গল্প

৬১-৮৯

রতনতনু ঘাটী—বিটুর ভালো নাম পাতাবাহার
দেবানীষ দে—যাঙ্গসেনীর নেশা
লিপিমিতা তনুশ্রী—নবান্ন
অনসূয়া ব্যানার্জি—৫০ টাকার অভিমান
রাজীব তন্তবায়—শিকড়
সুমন সেন—মকরায়ণ
আজমিরা খাতুন—ফিরে আসা মুখ
সমর বড়দোলই—ডাকবাঞ্চে হারিয়ে যাওয়া অনুভূতি
সুপ্রিয় মজুমদার—তিনটা ১৭ মিনিটের বিভীষিকা

অণু গল্প

৯০-৯৮

দেবরত পাল—নীরবতা
নিবেদিতা সাহা—ঠু
নীলাদ্রি নিয়োগী—লুডো
অর্পিতা সরকার—ভোলে বাবা পার করেগা
সিরাজুল ইসলাম—ঘোড়ার পায়ের খুরা

গোয়েন্দা উপন্যাস

১০০-১৫২

বোধ লগ্নে অমিতাভ — শুচিতা করণ
অগ্নিজাল — পার্থসারথি

অনুবাদ কবিতা

১৫৩-১৫৬

ঈশাবাস্যম-ত্যাগেই ভোগ — পার্থ আচার্য (সংস্কৃত)
হৃদয়ের এই শূন্যতাকে — বিশ্বেন্দুবিকাশ দাস (ওড়িয়া)
একটি প্রেমের কবিতা — অনিন্দ্য সৌরভ (অসমীয়া)
শুনেছিলাম একটি মাছির ভনভন শব্দ — সম্ভজানা (আমেরিকান ইংরেজি)
একটি পাখির ফরিয়াদ — মোহাম্মদ সাজাহান ও আতিফ আব্দুল্লাহ (উর্দু)
অপত্য হীনা নারী — অনিন্দিতা সেন (আমেরিকান ইংরেজি)
এগিয়ে চলার পথে — মন্দিরা মুর্মু (সাঁওতালি)
অগ্নিপথ — অরজিৎ মান্না (হিন্দি)

অনুবাদ গল্প

১৫৭-১৬২

নেকলেস -- এম্পা কাঁড়ার (ফরাসি)
তৃতীয় স্তরের রহস্য — প্রতীককুমার মুখার্জি (আমেরিকান ইংরেজি)

চিত্র ও শিল্প

অংশুজ্যোতি দাস
সত্যজিৎ রায়
সঞ্জয় পয়ড্যা
রণদীপ গিরি
সুদীপ্ত গিরি

৯১
৯৩
৯৫
৯৭
৯৯